আলমডাঙ্গা ব্যাংকে টাকা তুলে গণনা, হাতিয়ে নিলো প্রতারক চক্র

আলমডাঙ্গার ব্যাংক থেকে টাকা তুলে গোনার সময় আলো মতি নামের এক মহিলার কাছ থেকে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে মহিলার চক্রের সদস্যরা।

আজ রবিবার দুপুরে আলমডাঙ্গার সোনালী ব্যাংকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি জানতে পেরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কলাপসিবল গেট বন্ধ করে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চালালেও চক্রের সন্ধান করতে পারেননি । এ ঘটনায় ওই মহিলা থানায় জিডি করেছেন।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের প্রাগপুর গ্রামের তারিক আজিজের স্ত্রী আলো মতি গতকাল রোববার সকাল ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গার সোনালী ব্যাংকে আসেন টাকা উত্তোলন করতে। তিনি ৩৫ হাজার টাকা কাউন্টার থেকে উত্তোলন করে পাশে দাঁড়িয়ে গণনা করছিলেন। উত্তোলিত টাকার মধ্যে কয়েকটি নোট ছেড়া দেখে তিনি ৩০ হাজার টাকা ব্যাগে রেখে ছেড়া নোট কাউন্টারে বদল করতে দেন। সুযোগ বুঝে পাশে থাকা কয়েক মহিলা চক্র ব্যাগ থেকে টাকা বের করে নিয়ে সটকে পড়ে। ছেড়া টাকা বদল করে আলো মতি দেখেন তার ব্যাগে টাকা নাই।

এ সময় তিনি কান্নাকাটি শুরু করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কলাপসিবল গেট বন্ধ করে দেন। টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

পরে ওই মহিলা তার স্বজনদের নিয়ে আলমডাঙ্গা থানায় জিডি করেন।

কোটচাঁদপুরে গ্রাহকের প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিলো,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৪ বছরে কোটচাঁদপুর থেকে গ্রাহকের ১২ কোটি ৪২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে রয়েছে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেট,ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট ও আজিজ কো- অপারেটিভ কর্মাস এন্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা হলেও মূল হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকররা ফেরত পাননি ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি ভুক্তভোগীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কোটচাঁদপুরে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেটের শাখা খোলা হয়। এই আউটলেট শাখার দ্বায়িত্বে ছিলেন,আহসানগীর (সাবলু)। অল্প দিনেই ব্যাংকের সু-নাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

সেই সুযোগে ব্যাংকের গ্রাহকদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলেন (সাবলু)। অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখান গ্রাহকদের। ওই সময় ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে পৃথক স্ট্যাম্প করে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। এ ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর গা ঢাকা দেন আহসানগীর (সাবলু)।

ওই ঘটনায় গ্রাহকদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গার ভূট্রো নামের এক যুবক ও কোটচাঁদপুরের আল- আমিন আদালত মামলা করেছেন। গ্রাহক ভূট্রোর মামলায় আদালতে সাজাও হয়েছে আহসানগীরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুক্তভোগী আল-আমিন।

তিনি বলেন, আহসানগীরের কথামত সরল বিশ্বাসে আমি ব্যাংকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ছিলাম। চুয়াডাঙ্গার ভুট্টো নামের আরেক গ্রাহক দিয়ে ছিল ৩০ লাখ। এ ভাবে তিনি ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। যার মধ্যে ভূট্রো ও আমি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছি। এরমধ্যে ভূট্রোর মামলায় সাজাও হয়েছে সাবলুর।

সে মহেশপুর উপজেলার কাকিলা দাড়ি গ্রামের আমিনুর রহমান ছেলে। এরপর ২০১৯ সালে ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট খোলা হয় কোটচাঁদপুরে। ওই সময়

টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা ও হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকরা ফেরত পাননি ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নিকট তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।